চতুর্বিংশ অধ্যায়

চতুর্বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তনে অদ্ভুত প্রেমাবেশ, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর গোপীভাবে নৃত্য, মহাপ্রভুর অদ্বৈতকে বিশ্বরূপ-প্রদর্শন, নিত্যানন্দের আগমন ও বিশ্বরূপ-দর্শন এবং শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতে প্রেমকলহ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

সঙ্কীর্তন-পিতা শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপে বিবিধ কীর্তন-বিলাসে নিরত থাকিলে একদিন শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু গোপীভাবে নৃত্য করিতে থাকেন; ভক্তগণ উল্লাস-ভরে কীর্তন করিতে থাকিলে দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁহার নৃত্য ভঙ্গ হইল না। ভক্তগণ তাঁহাকে কোনরূপে কথঞ্চিৎ স্থির করাইয়া চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। অতঃপর শ্রীবাস ও রামাই প্রভৃতি স্নানার্থ গমন করিলে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু প্রেমভরে শ্রীবাস অঙ্গনে পুনঃ পুনঃ গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈতের আর্তি কার্যান্তর-নিরত বিশ্বম্ভরের হৃদ্-গোচর হইল। তিনি তথায় আগমনপূর্বক অদ্বৈতপ্রভুকে লইয়া বিষ্ণু-মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিলেন। অতঃপর অদ্বৈতের প্রার্থনা কি তাহা প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বিশ্বরূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে নিজ বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নদীয়ায় পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি প্রভুর বিশ্বরূপ প্রকাশের বিষয় অন্তর্যামি-সূত্রে জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বারে আসিয়া গর্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দের আগমন বুঝিতে পারিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিলে নিত্যানন্দ প্রভু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপ দর্শনপূর্বক দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। দুই প্রভু মহাপ্রভুর প্রভাব দর্শন করিয়া আনন্দে নৃত্য ও প্রভুর স্তুতি করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে উভয়েই প্রেমকলহে মত্ত হইলেন। ক্ষণপরে শ্রীমহাপ্রভু সকল সম্বরণ করিয়া ভক্তগণসহ স্বগৃহে যাত্রা করিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

শ্রীগৌরসিংহের জয়গান—

জয় জয় জয় গৌর-সিংহ মহাধীর।
জয় জয় শিষ্ট-পাল জয় দুষ্ট-বীর।।১।।
জয় জগন্নাথ-পুত্র শ্রীশচীনন্দন।
জয় জয় জয় পুণ্য শ্রবণ-কীর্তন।।২।।
জয় জয় শ্রীজগদানন্দের জীবন।
জয় হরিদাস-কাশীশ্বর-প্রাণ-ধন।।৩।।
জয় কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু সর্ব্ব-তাত।
যে বলে 'আমার' প্রভু, তা'র হও নাথ।।৪।।

প্রভুর বিবিধ কীর্তন-বিলাস—

হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর-রায়।
বিবিধ কীর্তন প্রভু করয়ে সদায়।।৫।।
হেন সে হইলা প্রভু হরি-সংকীর্তনে।
কৃষ্ণনাম শ্রুতিমাত্র পড়ে যে সে স্থানে।।৬।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

কৃষ্ণ-প্রেম-প্রদানকারী শ্রীগৌরসিংহ চঞ্চল জীবকুলকে সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিবার জন্য কৃষ্ণসেবনের উপদেশ দিয়াছেন। যদুনন্দন বিশ্বের পালন করিয়া পরমৈশ্বর্য প্রকাশ করিয়াছেন।।১।।

কি নগরে, কি চত্বরে, কিবা জলে বনে।
নিরন্তর অশ্রুধারা বহে শ্রীনয়নে।।৭।।
আপ্ত-গণে রক্ষিয়া বুলেন নিরন্তর।
ভক্তি রসময় হইলেন বিশ্বম্ভর।।৮।।
কেহ মাত্র কোন রূপে যদি বলে 'হরি'।
শুনিলেই পড়ে প্রভু আপনা' পাসরি'।।৯।।
মহা-কম্প, অশ্রু, হয় পুলক সর্বাঙ্গে।
গড়া-গড়ি' যায়েন নগরে মহা-রঙ্গে।।১০।।
যে আবেশ দেখিলে ব্রহ্মাদি ধন্য হয়।
তাহা দেখে নদীয়ার লোক-সমুচ্চয়।।১১।।
শেষে অতি মূর্ছা দেখি' মিলি' সর্ব দাসে।
আলগ করিয়া নিয়া চলিল আবাসে।।১২।।
তবে দ্বার দিয়া যে করেন সংকীর্তন।
সে মুখে পূর্ণিত হয় অনন্ত ভুবন।।১৩।।
যত সব ভাব হয়—অকথ্য সকল।
হেন নাহি বুঝি প্রভু কি রসে বিহ্বল।।১৪।।

প্রভুর বৈষ্ণবাভিমান প্রদর্শনপূর্বক অহংগ্রহোপাসনা-নিরাশ—
ক্ষণে বলে—"মুঞি সেই মদন-গোপাল।"
ক্ষণে বলে,—"মুঞি কৃষ্ণ-দাস সর্ব-কাল।।"১৫।।

প্রভু-কর্তৃক আত্মার নিত্যধর্মে শ্রীবার্ষভানবীর আনুগত্যে
গোপী-অভিমানের সর্বোৎকর্ষ স্থাপন—
'গোপী গোপী গোপী' মাত্র কোন দিন জপে'।
শুনিলে কৃষ্ণের নাম জ্বলে মহা-কোপে।।১৬।।

কপট কৃষ্ণনিন্দা-দ্বারা নির্বোধগণকে দণ্ডদান ও
ভক্তগণ-সমীপে অর্বাচীনগণের বুদ্ধির
দারিদ্র্য-জ্ঞাপন—
"কোথাকার কৃষ্ণ তোর মহা-দস্যু সে।
শঠ ধৃষ্ট কৈতব—ভজে বা তারে কে? ১৭।।
স্ত্রী-জিত হইয়া স্ত্রীর কাটে নাক কাণ।
লুব্ধকের প্রায় লৈল বালির পরাণ।।১৮।।
কি কার্য আমার সে বা চোরের কথায়।"
যে 'কৃষ্ণ' বলয়ে তা'রে খেদাড়িয়া যায়।।১৯।।

বৈকুণ্ঠ-নামের কীর্তন-প্রভাবে মায়িক জীবগণের কিরূপ সৌভাগ্যের উদয় হয়, তাহার আদর্শ প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের অবতার। জীব যখন ব্রাহ্মী, সান্কী ও খরৌষ্ঠী প্রভৃতি ভাব-গত যাবতীয় শব্দের কৃষ্ণসেবা-বিমুখ ভোগময় অর্থের উপলব্ধি হইতে অবসর-লাভ করেন, সেই সময়েই জীবের বৈকুণ্ঠনাম-প্রভাবে আত্মার নিত্যা বৃত্তি উদিত হয়। তখন বাহিরের বস্তুসমুহের আকর্ষণে সন্তুষ্ট না হইয়া অনির্বচনীয়চেষ্টাযুক্ত হন। সেই সময়েই জীবের নিত্যস্বরূপের উপলব্ধি ঘটে শ্রীগৌরসুন্দরও সকল সময়ে ভগবানের নিত্যসেবকের পঞ্চবিধ অভিব্যক্ত ভাবে আপনাকে প্রকট করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং ব্রজেন্দ্র নন্দন বলিয়া কোন কোন সময়ে আত্মগোপনে সমর্থ হন নাই। জীব যাহাতে ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে এবং শচীসূনুকে নন্দীশ্বর-পতিসুত বলিয়া জানিতে পারে, তাহা হইতে বদ্ধ জীবগণের দৃষ্টিকে আবরণ করেন নাই; তাই বলিয়া নিত্য চৈতন্যদাস জীব স্বীয় স্বরূপগত চিদ্ধর্ম হারাইয়া আপনাকে অহংগ্রহোপাসক 'মায়াবাদী বাউল' বা মদনগোপাল' মনে না করেন এবং ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত না হন, তজ্জন্য সকল সময়ে তিনি স্বয়ং বৈষ্ণবাভিমান প্রদর্শন করিতেন।।১৫।।

জীবের আত্মার নিত্যধর্মে শ্রীবার্ষভানবীর আনুগত্যে মধুর-রসে গোপী-অভিমানই সর্বোত্তম, এবং মধুর রসের আশ্রয় জীবাত্মস্বরূপ 'গোপী' বলিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং গোপী-অভিমানে স্থিতি লাভ করিবার জন্য বহুবার 'গোপী' শব্দ জপ করিতেন। জীব যে আশ্রয়জাতীয় বিভিন্নাংশ ও বিষয়জাতীয় স্বয়ং-রূপ কৃষ্ণ নহেন,----একথা জানাইবার জন্য পঞ্চোপাসক মায়াবাদী বদ্ধজীবের কৃষ্ণ হইতে অভিন্নাভিমান যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহা জানাইতে গিয়া একপক্ষ যেমন কৃষ্ণনামে বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করিবার অভিনয় দেখাইয়াছেন, অপর পক্ষে সেরূপ জীব মাত্রেরই সর্বক্ষণ কৃষ্ণের অনুসন্ধান এবং অনুসন্ধানের সহিত কৃষ্ণসেবা করাই যে পরম ধর্ম, তাহা জানাইয়াছেন; এই জন্যই শ্রীমহাপ্রভু ব্যতিরেক-ভাবে কৃষ্ণনামে বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করিয়াছিলেন আর স্বরূপের উপলব্ধিতে কৃষ্ণনাম শ্রবণের তৃষ্ণাধিক্যে সমগ্রজগতের নিকট হইতে বিপরীত আচরণ মুখে তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করাইবার চেষ্টার ছলনায় অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম-শ্রবণ স্পৃহা বর্ধন করিয়াছিলেন।।১৬।।

নিরন্তর রাধাকৃষ্ণলীলা-স্মৃতি-প্রদর্শনার্থ 'গোকুল মথুরা'দি-নামোচ্চারণ—

'গোকুল' 'গোকুল' মাত্র বলে ক্ষণে ক্ষণে।
'বৃন্দাবন' 'বৃন্দাবন' বলে কোন দিনে।।২০।।
'মথুরা' 'মথুরা' কোন দিন বলে সুখে।
কোন দিন পৃথিবীতে নখে অঙ্ক লেখে।।২১।।
ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ত্রিভঙ্গ-আকৃতি।
চাহিয়া রোদন করে, ভাসে সব ক্ষিতি।।২২।।
ক্ষণে বলে,—"ভাই সব, বড় দেখি বন।
পালে পালে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকের গণ।।"২৩।।

"যা নিশা সর্বভূতানাং" গীতোক্ত শ্লোকের আদর্শ-প্রদর্শন—

দিবসেরে বলে রাত্রি, রাত্রিরে দিবস।
এই মত প্রভু হইলেন ভক্তি বশ।।২৪।।

প্রভুর ব্রহ্মাদির আকাঙ্ক্ষা আবেশ-দর্শনে ভক্তগণের রোদন—

প্রভুর আবেশ দেখি' সর্ব-ভক্ত-গণ।
অন্যোঽন্যে গলা ধরি' করেন ক্রন্দন।।২৫।।
যে আবেশ দেখিতে ব্রহ্মার অভিলাষ।
সুখে তাহা দেখে যত বৈষ্ণবের দাস।।২৬।।

প্রভুর স্বগৃহ-ত্যাগপূর্বক ভক্তগৃহে বাস—

ছাড়িয়া আপন বাস প্রভু-বিশ্বম্ভর।
বৈষ্ণব-সবের ঘরে থাকে নিরন্তর।।২৭।।

কদাচিৎ জননী-তোষনার্থ বাহ্য-চেষ্টা-প্রদর্শন—

বাহ্য-চেষ্টা ঠাকুর করেন কোন ক্ষণে।
সে কেবল জননীর সন্তোষ-কারণে।।২৮।।

সাঙ্গোপাঙ্গ প্রভুর তাৎকালিক অবস্থিতি—

সুখময় হইলেন সর্ব ভক্তগণ।
আনন্দে করেন সবে কৃষ্ণ-সংকীর্তন।।২৯।।
নিত্যানন্দ মত্ত-সিংহ সর্ব নদীয়ায়।
ঘরে ঘরে বুলে প্রভু অনন্ত-লীলায়।।৩০।।
প্রভু-সঙ্গে গদাধর থাকেন সর্বথা।
অদ্বৈত লইয়া সর্ব বৈষ্ণবের কথা।।৩১।।

অদ্বৈতপ্রভুর গোপীভাবে নৃত্য—

এক দিন অদ্বৈত নাচেন গোপীভাবে।
কীর্তন করেন সবে মহা-অনুরাগে।।৩২।।
আর্তি করি' নাচয়ে অদ্বৈত মহাশয়।
পুনঃ পুনঃ দন্তে তৃণ করিয়া পড়য়।।৩৩।।
গড়াগড়ি যায়েন অদ্বৈত প্রেম-রসে।
চতুর্দিগে ভক্তগণ গায়েন উল্লাসে।।৩৪।।

নৃত্য-সম্বরণ-চেষ্টায় ভক্তগণের শ্রান্তি—

দুই প্রহরেও নৃত্য নহে সম্বরণ।
শ্রান্ত হইলেন সব ভাগবত-গণ।।৩৫।।

সকলের আচার্যকে বেড়িয়া উপবেশন—

সবে মেলি' আচার্যেরে স্থির করাইয়া।
বসিলেন চতুর্দিগে আচার্য বেড়িয়া।।৩৬।।

আচার্যকে সুস্থির দর্শনে শ্রীবাসাদির স্নানার্থ গমন ও আচার্যের পুনঃ আবেশ—

কিছু স্থির হঞা যদি আচার্য বসিলা।
শ্রীবাস-রামাই-আদি তবে স্নানে গেলা।।৩৭।।
আর্তি-যোগ অদ্বৈতের পুনঃ পুনঃ বাড়ে।
একেশ্বর শ্রীবাস-অঙ্গনে গড়ি পাড়ে।।৩৮।।

অদ্বৈতের আর্তি প্রভুর হৃদ্‌গোচর—

কার্যান্তরে নিজ-গৃহে ছিলা বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতের আর্তি চিত্তে হইল গোচর।।৩৯।।

"কৃষ্ণ—মহাদস্যু; কৃষ্ণ—শঠ, ধৃষ্ট, ছলনাকারী; তাঁহার ভজন করা উচিত নহে; তিনি নগণ্য ব্যক্তি'—প্রভৃতি উক্তির দ্বারা ভগবান্ গৌরসুন্দর নির্বোধ জনগণকে সমুচিত দণ্ড বিধান ও কৃষ্ণভক্তগণকে অর্বাচীনগণের বুদ্ধির দারিদ্র্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা শ্রদ্ধাবন্ত জীবগণের কৃষ্ণভজনের সুষ্ঠু অবস্থা-জ্ঞাপন ও বাম্যস্বভাব-প্রকটনলীলা অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

তথ্য। ভাঃ ৯ম স্কন্ধ ১০ম অঃ ৯ম ও ১২শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।।১৮।।

তথ্য। (গীঃ ২।৬৯)—"যা নিশা সর্বভূতানাং তস্মাং জাগর্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।।"২৪।।

প্রভুর অদ্বৈত-সমীপে আগমন ও বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশপূর্বক দ্বাররোধ—

অদ্বৈতের আর্তি-পূর্ণকারী সদানন্দ রায়।
আইলা অদ্বৈত যথা গড়াগড়ি যায়।।৪০।।
অদ্বৈতের আর্তি দেখি' ধরি' তাঁ'র করে।
দ্বার দিয়া বসিলেন গিয়া বিষ্ণু-ঘরে।।৪১।।

অদ্বৈতের অভিলাষ জানিবার জন্য প্রভুর প্রশ্ন—

হাসিয়া ঠাকুর বলে,—"শুনহ আচার্য।
কি তোমার ইচ্ছা, বল কি বা চাহ কার্য?"৪২।।

অদ্বৈতের মনোভিলাষ জ্ঞাপন ও বিশ্বরূপ-দর্শন—

অদ্বৈত বলয়ে,—"তুমি সর্ব-বেদ সার।
তোমারেই চাহোঁ প্রভু, কি চাহিব আর।।"৪৩।।
হাসি বলে প্রভু,—"আমি এই ত' সাক্ষাতে।
আর কি আমারে চাহ বল ত' আমাতে।।"৪৪।।
অদ্বৈত বলয়ে,—"প্রভু কহিলা সু-সত্য।
এই তুমি সর্ব-বেদ-বেদান্তের তত্ত্ব।।৪৫।।
তথাপিহ বৈভব দেখিতে কিছু চাই।"
প্রভু বলে,—"কি বা ইচ্ছা বল মোর ঠাঁই।।"৪৬।।
অদ্বৈত বলয়ে,—"প্রভু পূর্বে অর্জুনেরে।
যাহা দেখাইলে তাহা ইচ্ছা বড় করে।।৪৭।।
বলিতে অদ্বৈত মাত্র দেখে এক রথ।
চতুর্দিগে সৈন্য-দলে মহা-যুদ্ধপথ।।৪৮।।
রথের উপরে দেখে শ্যামল-সুন্দর।
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর।।৪৯।।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-রূপ দেখে সেই ক্ষণে।
চন্দ্র, সূর্য, সিন্ধু, গিরি নদী উপবনে।।৫০।।
কোটি চক্ষু, বাহু, মুখ দেখে পুনঃ পুনঃ।
সম্মুখে দেখয়ে স্তুতি করয়ে অর্জুন।।৫১।।
মহা-অগ্নি যেন জ্বলে সকল বদন।
পোড়য়ে পাষণ্ড-পতঙ্গ-দুষ্টগণ।।৫২।।
যে পাপিষ্ঠ পর নিন্দে', পর-দ্রোহ করে।
চৈতন্যের মুখাগ্নিতে সেই পুড়ি' মরে।।৫৩।।
এই রূপ দেখিতে অন্যের শক্তি নাই।
প্রভুর কৃপাতে দেখে আচার্য-গোসাঞি।।৫৪।।
প্রেমসুখে অদ্বৈত কান্দেন অনুরাগে।
দন্তে তৃণ করি পুনঃ পুনঃ দাস্য মাগে।।৫৫।।

নগর-ভ্রমণরত নিত্যানন্দের মহাপ্রভুর লীলা-হৃদ্‌গোচর ও শ্রীবাসগৃহে গমন—

পরম আনন্দে প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
পর্যটন সুখে ভ্রমে' সর্ব নদীয়ায়।।৫৬।।
প্রভুর প্রকাশ সব জানে নিত্যানন্দ।
জানিলেন হইয়াছেন প্রভু বিশ্ব-অঙ্গ।।৫৭।।

নিত্যানন্দের বিষ্ণু-গৃহদ্বারে গর্জন ও প্রভুর দ্বারোদ্ঘাটন—

সত্বরে আইলা যথা আছেন ঠাকুর।
বিষ্ণু-গৃহ-দ্বারে গিয়া গর্জেন প্রচুর।।৫৮।।
নিত্যানন্দ আগমন জানি' বিশ্বম্ভর।
দ্বার ঘুচাইয়া প্রভু আইলা সত্বর।।৫৯।।

বিষ্ণুঘরে—তৎকালে প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে, প্রত্যেক ব্রাহ্মণের গৃহে 'বিষ্ণুগৃহ' ছিল। স্থানে স্থানে চণ্ডীমণ্ডপ প্রভৃতি বৈতানিক ধর্মানুষ্ঠানের স্থানও ছিল।।৪১।।

জড়-জগতের যাবতীয় চিন্তা-স্রোতের প্রকাণ্ডমূর্তি পুরুষোত্তমের তাৎকালিক বিশ্বরূপ; উহা নিত্য নহে বা নৈমিত্তিক অবতারের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার সহিত সমান নহে। আধ্যক্ষিক জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ-ফলে বৃহত্ত্বের তাৎকালিক পূর্ণপ্রকাশমূর্তি অভাবগ্রস্ত দরিদ্রের নিকট প্রতিভাত হইলে ভগবানের তাৎকালিক বিশ্বরূপ যাহা অনিত্য জগতে প্রকটিত হইবার যোগ্যতা আছে, তাহাই প্রদর্শিত হয়। অগ্নি যেমন সকল বস্তু বা বস্তুর মলকে দগ্ধ, ধ্বংস বা দ্রবীভূত করিতে সমর্থ, তদ্রূপ ভগবদ্বৈমুখ্যক্রমে যাহারা পাপ-পরায়ণ হইয়া শ্রেষ্ঠ ভাগবতগণের নিন্দা বা বিদ্বেষ করে, সেই পাপপ্রবণ চিত্তগণের মানসিক দুর্বলতা ও কায়িক তাণ্ডব-নৃত্য-রূপ মলসমূহ শ্রীচৈতন্যদেবের অনুকম্পালব্ধ-প্রকৃতি অভিজ্ঞতাসূচক চেতনময় কীর্তনাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়।।৫৩।।

বিশ্বরূপ-দর্শনে নিত্যানন্দের দণ্ডবৎপতন—

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-রূপ নিত্যানন্দ দেখি'।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা বুজি' আঁখি।।৬০।।

নিত্যানন্দ-প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি—

প্রভু বলে,—"উঠ নিত্যানন্দ, মোর প্রাণ।
তুমি সে জানহ মোর সকল আখ্যান।।৬১।।
যে তোমারে প্রীতি করে, মুঞি সত্য তা'র।
তোমা' বই প্রিয়তম নাহিক আমার।।৬২।।
তুমি আর অদ্বৈতে যে করে ভেদ-বুদ্ধি।
ভাল-মতে না জানে সে অবতার-শুদ্ধি।।"৬৩।।

অদ্বৈত-নিত্যানন্দের নৃত্য—

নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে দেখিয়া বিশ্বম্ভর।
আনন্দে নাচয়ে বিষ্ণু-গৃহের ভিতর।।৬৪।।

প্রভুর সহুঙ্কার উক্তি—

হুঙ্কার গর্জন করে শ্রীশচী-নন্দন।
"দেখ দেখ' করি' প্রভু ডাকে ঘন ঘন।।৬৫।।

দুই প্রভুর মহাপ্রভু স্তুতি—

'প্রভু প্রভু' বলি' স্তুতি করে দুই জন।
বিশ্বরূপ দেখিয়া আনন্দময় মন।।৬৬।।

মহাপ্রভুর এতাদৃশী লীলা সাধারণের দর্শনে অসামর্থ্য—

এ সব কৌতুক হয় শ্রীবাস-মন্দিরে।
তথাপি দেখিতে শক্তি অন্য নাহি ধরে।।৬৭।।

গৌরচন্দ্রকে 'সর্বমহেশ্বর' বলিয়া অনঙ্গীকারী ব্যক্তি 'অদৃশ্য'—

অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
ইহা যে না মানয়ে সে দুষ্কৃতি সর্বথা।।৬৮।।
'সর্ব মহেশ্বর গৌরচন্দ্র' যে না বলে।
বৈষ্ণবের অদৃশ্য সে পাপী সর্ব-কালে।।৬৯।।
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এই সে ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর।।৭০।।

নবদ্বীপ-লীলা ভক্ত-ব্যতীত অন্যের অগম্য—

নবদ্বীপে হেন সব প্রকাশের স্থান।
তথাপিহ ভক্ত বহি না জানয়ে আন।।৭১।।

ত্রিবিধ 'ভক্তি'-শব্দ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন উদ্দেশক—

ভক্তি-যোগ, ভক্তি-যোগ, ভক্তি-যোগ-ধন।
'ভক্তি' এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন।।৭২।।

কৃষ্ণনাম স্ফূর্তির অবস্থা—

'কৃষ্ণ' বলি' কান্দিলে সে কৃষ্ণ-নাম মিলে।
ধনে কুলে কিছু নহে 'কৃষ্ণ' না ভজিলে।।৭৩।।

বিশ্বের দ্রষ্টা ভগবৎস্বরূপ-দর্শনে অসমর্থ; কেননা, কর্তৃত্বাভিমান প্রবল হওয়ায় পূর্ণ বস্তু-দর্শনে জীবের অসামর্থ্য হয়। বিশ্বে প্রকাশিত অবতারীকে 'অঙ্গ' রূপে জানিলেন। এতদ্দ্বারা বদ্ধ জীবের অনুভূতি মহাপ্রভুর পূর্ণতা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইলেও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাহাকে পূর্ণতম প্রকাশ বলিয়া জানিলেন। সঙ্কীর্ণদৃষ্টি জীবগণ তাঁহাকে বিশ্বের অন্যতম জানিলেও, বিশ্ব তাঁহার অঙ্গ—এরূপ বিশিষ্টাদ্বৈতদর্শনের পূর্ণত্ব শ্রীনিত্যানন্দেরই পূর্ণসেবাময়ী দৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবত বিশ্বের জন্মস্থিতি-ভঙ্গ-দর্শনকে ভগবত্তার গৌণলক্ষণেরই প্রকাশ বলিয়াছেন।।৫৭।।

শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈত-প্রভুদ্বয়কে যাহারা বিষ্ণুতত্ত্ব হইতে পৃথক মনে করিয়া তাঁহাদের দেহ-দেহি-ভেদ-স্থাপন করে, তাহারা অবতার-তত্ত্বে বিশুদ্ধভাবে প্রবেশ করিতে পারে না। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ভগবৎপ্রকাশ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু উপাদান-কারণ-বিষ্ণু। অদ্বৈত-প্রভুতে উপাদান-কারণ-বিষ্ণুত্ব-বিচারে বৈষ্ণবত্বের মূল আচার্য-গুরুত্ব প্রভৃতি বিচারের বিগ্রহত্ব সংশ্লিষ্ট। নিমিত্ত-কারণ হইতে উপাদান-কারণের যে ভেদ আছে, ঐ ভগবত্তত্ত্ব হইতে অবিচ্ছিন্ন বলিয়া 'অদ্বৈত' আবার 'অদ্বৈত'-বিচারে নিমিত্ত-কারণের বৈশিষ্ট্য তাঁহাতে সংযোগ করিলে প্রকাশ-বস্তু ও স্বয়ংরূপ প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য অনাদৃত হয়।।৬৩।।

"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।" (আঃ ১৭।১৫৩ সংখ্যার) ভাষ্য দ্রষ্টব্য।।৬৬।।

ভক্তিযোগ——প্রথমোক্ত 'ভক্তি' শব্দটী 'সম্বন্ধ' উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত, দ্বিতীয়-বার 'ভক্তি' 'অভিধেয়' উদ্দেশ করিয়া এবং তৃতীয়-বার 'ভক্তি' 'প্রয়াজন' উদ্দেশ করিয়া লিখিত।। শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ-মুখে মসৃণ-চিত্তে ভক্তি প্রকাশিত হন। কঠিন তর্কনিষ্ঠ-হৃদয়ে বা প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা থাকিলে সেবোন্মুখী বৃত্তি আত্মায় স্থান পায় না। অভক্তিযোগে আত্মবিকৃত ধর্মই প্রকাশিত।।৭২।।

বিশ্বরূপ-দর্শনের ফলশ্রুতি—

দুই ঠাকুরের বিশ্বরূপ-দরশন।
ইহা যে শুনয়ে তা'রে মিলে কৃষ্ণ-ধন।।৭৪।।

ভক্তগণসহ প্রভুর নিজ-গৃহে গমন—

ক্ষণেকে সকল সম্বরিয়া গৌরচন্দ্র।
চলিলেন নিজ-গৃহে লই ভক্ত-বৃন্দ।।৭৫।।

বিশ্বরূপ-দর্শনে অদ্বৈত-নিত্যানন্দের বাহ্যাভাব—

বিশ্বরূপ দেখিয়া অদ্বৈত-নিত্যানন্দ।
কাহারো নাহিক বাহ্য,—পরম আনন্দ।।৭৬।।
বৈভব-দর্শন-সুখে মত্ত দুই জন।
ধূলায় যায়েন গড়ি সকল অঙ্গন।।৭৭।।
কেহ নাচে, কেহ গায় দিয়া করতালী।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া বলে দুই মহাবলী।।৭৮।।

নিত্যানন্দাদ্বৈতের প্রেমকলহ—

এই মতে দুই জন মহা কুতূহলী।
শেষে দুই জনেই বাজিল গালা-গালি।।৭৯।।
অদ্বৈত বলয়ে—"অবধূত মাতালিয়া।
এথা কোন্ জন তোকে আনিল ডাকিয়া।।৮০।।
দুয়ার ভাঙ্গিয়া আসি সান্তাইলি কেনে?
"সন্ন্যাসী' করিয়া তো'রে বলে কোন্ জনে?৮১।।
হেন জাতি নাহি, না খাইলা যা'র ঘরে।
'জাতি আছে', হেন কোন্ জনে বলে তোরে? ৮২।।
বৈষ্ণব-সভায় কেনে মহা-মাতোয়াল?
ঝাট নাহি পালাইলে নহিবেক ভাল।।"৮৩।।
নিত্যানন্দ বলে,—"আরে নাড়া, বসি' থাক।
কিলাইয়া পাড়োঁ আগে দেখাই প্রতাপ।।৮৪।।
আরে বুড়া বামনা তোমার ভয় নাই।
আমি অবধূত-মত্ত, ঠাকুরের ভাই।।৮৫।।
স্ত্রীয়ে পুত্রে গৃহে তুমি পরম সংসারী।
পরমহংসের পথে আমি অধিকারী।।৮৬।।
আমি মারিলেও কিছু বলিতে না পার।
আমা' সনে তুমি অকারণে গর্ব কর।।"৮৭।।
শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি-হেন জ্বলে।
দিগম্বর হইয়া অশেষ মন্দ বলে।।৮৮।।
"মৎস্য খাও, মাংস খাও, কেমত সন্ন্যাসী।
বস্ত্র এড়িলাম আমি, এই দিগ্‌বাসী।।৮৯।।

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত প্রাকৃত-মর্যাদা-সম্পন্ন বংশ ও নানা প্রকার ঐশ্বর্য, সমস্তই অকিঞ্চিৎকর। নিরহঙ্কার চিত্তে, আর্দ্রহৃদয়ে 'কৃষ্ণ' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে 'কৃষ্ণ নাম' ও 'নামি-কৃষ্ণ' অভিন্ন ইহা উপলব্ধি হইলে নামের নিত্যসেবা লাভ ঘটে। তর্কাহঙ্কার-পীড়িত জনগণের দুঃখ জনিত ক্রন্দন দ্বারা ভক্তি লাভ হয় না, পরন্তু নিরহঙ্কার-জনগণের আর্দ্রচিত্তেই ভগবৎসেবোন্মুখতা প্রকাশিত হয়। উহার সহিত জড় জগতের প্রভুতা বা প্রভুত্ব-চ্যুত অবস্থার জন্য যে দুঃখের ক্রন্দন, তাহা এস্থলে অভিপ্রেত নহে; পরন্তু নিত্যাহ্লাদ-জনিত আনন্দোৎসরূপ ক্রন্দন বুঝিতে হইবে।।৭৩।।

প্রণয়-কলহ-মুখে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু নিজাবস্থা-বর্ণনে আপনাকে পরমহংস-পথের পথিক বলিয়া বহির্দর্শকেরদৃষ্টির অকর্মণ্যতা বুঝাইবার জন্য শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে সংসারোন্মত্ত গৃহস্থ, স্ত্রী-পুত্রের পালক বলিতেছেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু আপনাকে 'পরমহংস-অবধূত' 'শ্রীগৌরসুন্দরের অগ্রজ' প্রভৃতি অভিমান করিয়া অদ্বৈত-প্রভুকে 'লুপ্তবুদ্ধি বৃদ্ধ', 'দারিদ্র ব্রাহ্মণ' ও 'অতিসাহসী' বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন এবং তাঁহাকে বলপূর্বক অধীন করিবার প্রবল শক্তি দেখাইবার প্রতারণা করিলেন। এই গুলি শ্রীঅদ্বৈতের শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে প্রণয়জ্ঞাপক রোষভরে বাক্য বলিবার ফলস্বরূপ। অদ্বৈত-প্রভু নিত্যানন্দ-প্রভুকে 'মাতাল', 'অনধিকার-প্রবেশ-কারী', 'সন্ন্যাস-ধর্ম-বিগর্হিত' 'পংক্তিহীন, 'সকলের নিকট শুদ্ধ্যশুদ্ধি-বিচার-রহিত হইয়া উচ্ছিষ্টভোজন-কারী', 'বৈদিকধর্ম-বিচ্যুত' প্রভৃতি বলিয়া অদ্বৈতগৃহ পরিত্যাগ না করিলে, তাঁহার বিশেষ শাস্তি লাভঘটিবে ইত্যাদি বাক্যের প্রতিবাদ-স্বরূপ নিত্যানন্দের অহঙ্কারপ্রতিম এই উক্তি সমূহ।।৮৫-৮৬।।

শ্রীঅদ্বৈত বাদ-প্রতিবাদ ছলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,---"মৎস্য-মাংসভোজী দারি সন্ন্যাসী যেরূপ গৃহস্থের বসন ত্যাগ করিয়া দিগ্‌বসন হইয়াছেন বলিয়া অভিমান করেন, তোমারও সেই জাতীয় ব্যবহার। বৈষ্ণববিদ্বেষী তান্ত্রিক বিষয়াসক্ত শাক্তেয়

কোথা মাতা-পিতা, কোন্ দেশে বা বসতি ?
কে জানয়ে, আসিয়া বলুক দেখি' ইথি।।৯০।।
এক চোরা আসিয়া এতেক করে পাক।
খাইমু গিলিমু সংহারিমু সব থাক।।৯১।।
তা'রে বলি 'সন্ন্যাসী', যে কিছু নাহি চায়।
বোলায় 'সন্ন্যাসী', দিনে তিনবার খায়।।৯২।।
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাই।
কোথাকার অবধূত আনি' দিলা ঠাঞি।।৯৩।।
অবধূত করিল সকল জাতি নাশ।
কোথা হৈতে মদ্যপের হৈল পরকাশ।।''৯৪।।

কৃষ্ণ-প্রেম-সুধা-রসে মত্ত দুই জন।
অন্যোঽন্যে কলহ করেন সর্বক্ষণ।।৯৫।।

বিষ্ণু-বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা না বুঝিয়া
একপক্ষ গ্রহণে সর্বনাশ—

ইথে এক জনের হইয়া পক্ষ যেই।
অন্য জনে নিন্দা করে, ক্ষয় যায় সেই।।৯৬।।
হেন প্রেম-কলহের মর্ম না জানিয়া।
একে নিন্দে, আর বন্দে, সে মরে পুড়িয়া।।৯৭।।
অদ্বৈতের পক্ষ হঞা নিন্দে' গদাধর।
সে অধম কভু নহে অদ্বৈত-কিঙ্কর।।৯৮।।

মতবাদি-সন্ন্যাসিগণ যেরূপ পঞ্চ'ম-কারের আবাহন করিয়া আপনাদের সন্ন্যাস-প্রসিদ্ধিসংরক্ষণ করিবার যত্ন করে, তুমিও সেই জাতীয়। যথেচ্ছাচারিতা কখনও বেদানুগত্য-প্রভাবে সন্ন্যাসীর ধর্ম হইতে পারে না।''

এই সকল উক্তি পাঠ করিয়া নির্বোধ পাঠকগণ শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ-প্রভুকে যেন আচারভ্রষ্ট সন্ন্যাসচ্যুত জ্ঞান না করেন। যিনি অদ্বৈতের এইপ্রকার উক্তির মর্ম বুঝিতে না পারিয়া সরল ভাবে নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিবেন, তিনি নিত্যানন্দ-প্রভুর স্বরূপ বুঝিতে অনুপযুক্ত জানিতে হইবে। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর এই সকল বিদ্রূপোক্তি বা ব্যাজ নিন্দা মৎস্য-মাংস-ভোজিগণের দুষ্প্রবৃত্তি-বর্ধনের একটি কৌশল মাত্র। যাহাদের অদৃষ্ট অতীব মন্দ, তাহারা এই সকল বাক্যের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া স্বীয় চাতুর্যের অভাবে জাগতিক পাপ আশ্রয় করিয়া নরক পথের পথিক হয়। ' ভোগা-দেওয়া' কথায় যাহারা ভুলিয়া যায়, তাহারা কখনও চতুর কৃষ্ণভক্ত হইতে পারে না।।৮৯।।

শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন----''সন্ন্যাসীর ধর্ম----কাহারও নিকট হইতে কিছুই না লওয়া; কিন্তু নিত্যানন্দ-প্রভু আপনাকে 'সন্ন্যাসী' বলিয়া পরিচয় দিয়া দিবসে তিনবার ভোজনে ব্যস্ত।'' যে-সকল ব্যক্তি কর্মাগ্রহিতার বশে যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্যের পার্থক্য বুঝিতে পারে না, তাহারা এই সকল যুক্তির অকর্মন্যতা বুঝিতে না পারিয়া আপনাদিগকে 'তার্কিক' মনে করে; কিন্তু তাহাদের তর্কের ভিত্তিনিতান্ত দুর্বল বলিয়া প্রত্যেকবুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাদিগকে 'নির্বোধ' জানে না সেই নির্বুদ্ধিতার ফলে বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া যে সকল কুভাব হৃদয়ে পুষ্ট হয়, ঐ গুলি ভগবদ্ভক্তদর্শন ও ভগবদ্দর্শনের অন্তরায় স্বরূপ। ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্যের কথা যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের মুখে শ্রবণ করিয়া শ্রীরূপ প্রভুর লেখনীতে আশ্বস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের ঐরূপ মূর্খতার আপদ্ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।।৯২।।

শ্রীনিবাস পণ্ডিত তাঁহার অহর্নিশ ব্যবহারে প্রত্যেকের বৈষ্ণবতার আদর করেন, সুতরাং নির্বোধ স্মার্তগণের বৈদিক অনুশাসন সুষ্ঠুভাবে পালন না করায়, তাঁহার সামাজিক অধিষ্ঠান সর্বতোভাবে নির্মূলিত হইয়াছে, তজ্জন্যই অজ্ঞাতকুলশীল শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে 'অবধূত' বলিয়া গ্রহণ পূর্বক সামাজিকগণের নিকট স্থাপিত করিয়াছেন। সামাজিক জাতিগত অনুষ্ঠান পরিহার করিয়া ভগবদ্ভক্তিতে অগ্রসর হওয়া সাংসারিক বিচারের প্রতিকূল।।৯৩।।

শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্য সম্প্রদায় সকলেই আচার্যের অপ্রকটের পর শ্রীগদাধরের আনুগত্য স্বীকার করেন, তাহাতে কতিপয় নির্বোধ ব্যক্তি অদ্বৈতের পরিচয় বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বহুমানন করিবার ছলে গদাধর পণ্ডিতের ভক্তিধর্ম-প্রচার-কার্যের গর্হণ করেন। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে ঐরূপ অবৈধ কর্মের দ্বারা গদাধর-বিরোধী পাষণ্ডিগণকে অদ্বৈতপ্রভুর নিত্য ভৃত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। তাহারা অদ্বৈতপাদপদ্মে অপরাধী হওয়ায় কপটতা মূলে অদ্বৈতপ্রভুর প্রশংসার ছলে শ্রীগদাধরকে নিন্দা করেন, তাহা অদ্বৈতপ্রভু কখনও সহ্য করেন না, পরন্তু সেই সকল ভৃত্যব্রুবগণকে নিজভৃত্য না বলিয়া তাড়াইয়া দেন।।৯৮।।

ঈশ্বরে সে ঈশ্বরের কলহের পাত্র।
কে বুঝিবে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের লীলা মাত্র।।৯৯।।
'বিষ্ণু' আর 'বৈষ্ণব' সমান দুই হয়।
পাষণ্ডী নিন্দক ইহা বুঝে বিপর্যয়।।১০০।।
সকল বৈষ্ণব প্রতি অভেদ দেখিয়া।
যে কৃষ্ণ-চরণ ভজে,সে যায় তরিয়া।।১০১।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ-যুগে গান।।১০২।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে বিশ্বরূপ-দর্শনাদি-বর্ণনং নাম চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

বিষ্ণু বা তাঁহার নিত্য ভৃত্য বৈষ্ণবগণ, সকলেই ঈশ্বর বা প্রভু। দাসগণ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। বিষ্ণুর প্রকাশ-বিশেষ পরস্পরের মধ্যে যে বৈষম্য উৎপাদন করিয়া ভেদ প্রতিপাদন করে, অথবা বৈষ্ণবগণের মধ্যে ভগবৎপ্রেম-বর্ধনের নিমিত্ত যে বিবাদের ছলনা দেখা যায়, সেই সকল কথা সাধারণ কর্মফল-বাধ্য ব্যক্তিগণের সমতা-বোধক নহে। বিষ্ণু ও বৈষ্ণব----কর্মফল বাধ্য জীবের ঈশ্বর বা প্রভু; সুতরাং প্রভুর সহিত অপর বৈষ্ণব প্রভুর, শ্রীনিত্যানন্দের সহিত শ্রীঅদ্বৈতের যে সকল বিবাদ-প্রতিম কথায়, নির্বোধ সরলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অপর সাধারণ দৃষ্টান্তের সহিত সমজ্ঞান করিয়া নিন্দা-প্রশংসার মধ্যে প্রবেশ করেন; উহা তাহাদের মূর্খতা মাত্র।।৯৯।।

বিষ্ণু ও বৈষ্ণব বিষয়াশ্রয়-ভেদে বিশেষ-ধর্ম-যুক্ত সুতরাং বিষ্ণুর তাৎপর্য ও বৈষ্ণবের তাৎপর্যে ভেদ আছে জানিলে সমতার পরিবর্তে বৈষম্য সেই স্থান অধিকার করে। এইরূপ বৈষম্য পাষণ্ডী ও নিন্দকগণের মধ্যেই প্রবল; কেননা, তাহারা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবকে ভিন্নতাৎপর্যপর জানিয়া নিজ বিচারাধীন করে। বিষ্ণুসেবা-বর্জিত অহঙ্কার তাহাদিগকে 'প্রভু' সাজাইয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সমতা ও বৈষম্য বিচার করে। বিষয়াশ্রয়বোধাভাবই তাহাদের নিন্দা ও পাষণ্ডপ্রবৃত্তির জনক। তজ্জন্য বৈষ্ণবমাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণচরণ-ভজনে কৃষ্ণের লীলায় প্রবেশাধিকারের অভেদত্ব জানিলে জীবের ভজনের সুষ্ঠুতা হয়। পরিকর-বৈশিষ্ট্য-বিচার-রহিত হইয়া ভগবানের যে নাম, রূপ ও গুণ গ্রহণ, তাহাতে পরিকর বৈশিষ্ট্যের উপযোগিতা না থাকায় জীবের ভগবদ্‌ভজনের সম্ভাবনা হইতে পারে না। তাই বলিয়া অবৈষ্ণবতাকে বা বিষ্ণুসেবা-রাহিত্য-ধর্মের যাজনকারীকে 'অবৈষ্ণব' না জানিয়া বৈষ্ণব-ভ্রান্তিতে অভেদ জানিলে ভগবদ্ভজনের সম্ভাবনা হয় না।

বিষ্ণুভক্তি-রহিত বৈষ্ণবকেই 'অবৈষ্ণব' বলা হয়। উষ্ণতা-রহিত বস্তুকেই 'শীতল' বলা হয়। অতিশৈত্যের মধ্যেও উষ্ণতার অত্যাল্পাংশ অবস্থিত। সুতরাং শীতোষ্ণবিচারে অভেদ-দর্শনে বৈচিত্র্যবিলাসাভাব। কিন্তু বৈচিত্র্য বা বিলাস স্বরূপের ধর্ম। বিরূপ-বিচারে স্বভাব ও অভাবের সাম্য বা বৈষম্য, উভয়ই দোষযুক্ত। এই উভয় জড়ীয়বর্জিত চিন্ময় ভাবের উদয় না হওয়া পর্যন্ত জীবের শুদ্ধ ভাবাভাব-সেবা প্রবৃত্তি উদিত হয় না। সেবা-বৃত্তির অনুদয়ে ভগবদ্দর্শন বা ভক্তিতে অবস্থান সম্ভব হয় না।।১০০-১০১।।

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।